দৈনিক সংবাদ

005

তারিখ 09 NOV 19..
পৃষ্ঠা ...

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ ও হল খালি করার নির্দেশ ছাত্র শিক্ষক কর্মচারীরা প্রত্যাখ্যান করেছে

(বিশ্ববিদ্যালয় সংবাদদাতা)

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ এবং আবাসিক হলগুলো খালি করার সরকারী নির্দেশ ছাত্র-শিক্ষক-কর্মচারীরা প্রত্যাখ্যান করেছেন। গতকাল রোববার বিকেল ৪টার মধ্যে হলগুলো খালি করার নির্দেশ দেয়া হলেও ছাত্রছাত্রীরা হলেই অবস্থান করছে।

গতকাল সকালে উপাচার্যের বাসভবনে প্রাধ্যক্ষ, ডীন, প্রক্টর এবং ছাত্র নেতৃবৃন্দের এক যৌথ সভার পর বাসভবনের সামনে অনুষ্ঠিত ছাত্র-শিক্ষক-কর্মচারীদের এক সমাবেশে প্রক্টর ঘোষণা করেন যে, "বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধের সরকারী সিদ্ধান্ত আমরা মানি না। বিশ্ববিদ্যালয় খোলা ছিল, খোলা

(শেষ পৃ: ৪-এর ক: দ্র:)

সিণ্ডিকেটের আবেদন

গতকাল বিকেলে উপাচার্য অধ্যাপক আবদুল মান্নানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত জরুরী সিণ্ডিকেট সভায় গৃহীত প্রস্তাবে বলা হয়, গত ২৭শে সেপ্টেম্বর বিশ্ববিদ্যালয় খোলার পর থেকে এখানে শিক্ষা কার্যক্রম স্বাভাবিকভাবে চলছিল, ক্যাম্পাসে সন্ত্রাসমুক্ত পরিস্থিতি বিরাজমান ছিল। এ অবস্থায় বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধের ঘোষণা অপ্রত্যাশিত। সভায় বলা হয়, বর্তমানে ঢাকা থেকে বাইরে যেতে যোগাযোগ, চলাচল ও যানবাহনের অসুবিধা থাকায় ছাত্রদের হল ত্যাগের নির্দেশ বাস্তবায়ন সম্ভব হচ্ছে না। হলে

(শেষ পৃ: ৭-এর ক: দ্র:)

সিণ্ডিকেটের আবেদন

(১ম পাতার পর)

শান্তি-শৃংখলা বজায় রাখার ব্যাপারে ছাত্রনেতৃবৃন্দের অঙ্গীকারের পরিপ্রেক্ষিতে সভায় ছাত্রদের হল ত্যাগের আদেশ প্রত্যাহার করতে এবং উপাচার্য ও হল প্রশাসনের ওপর প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেয়ার এখতিয়ার দেয়ার জন্য সরকারের প্রতি অনুরোধ জানানো হয়।

শনিবার রাতে সরকারী নির্দেশ জারির পর গতকাল সারাদিনে বিভিন্ন হল থেকে বেশ কিছুসংখ্যক ছাত্রছাত্রী চলে গেছে। তবে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক ছাত্র-ছাত্রী রাত ১০টায় এরিপোর্ট লেখা পর্যন্ত হলে অবস্থান করছিল। যানবাহনের অসুবিধার কারণে গতকাল সকালেই রোকেয়া ও শামসুন্নাহার হলের ছাত্রীদের ওপর থেকে হলত্যাগের সরকারী নির্দেশ প্রত্যাহার করা হয়েছিল।

গুলী ও বোমা

গতকাল দুপুর দেড়টার দিকে বিশ্ববিদ্যালয়ের নতুন হল দু'টো সংলগ্ন এলিফ্যান্ট রোডে ৬/৭ রাউণ্ড ফাঁকা গুলীবর্ষণ ও ককটেল বিস্ফোরিত হয়। প্রত্যক্ষদর্শীরা জানিয়েছেন, দলীয় মহাসচিবের নেতৃত্বে পরিচালিত জাতীয় পার্টির মোটর সাইকেল ও ট্রাক মিছিলটি বিভিন্ন রাস্তা অতিক্রম করে দুপুরে শাহবাগ মোড়ের দিক থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ে ঢুকতে গেলে পুলিশ বাধা দেয়। এরপর মিছিলটি এলিফ্যান্ট রোড ধরে এগিয়ে গিয়ে হল দুটোর কাছে পৌঁছুলে মিছিল থেকে গুলী ও ককটেলের বিস্ফোরণ ঘটানো হয়।

প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়

প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় সরকারী নির্দেশ অনুযায়ী আগামী ১৪ই নভেম্বর পর্যন্ত বন্ধ হয়ে গেছে। গতকাল বিকেল ৪টার মধ্যে ছাত্রছাত্রীরা হল ছেড়ে দিয়েছে। সরকারী নির্দেশের কথা জানার পর শনিবার রাতে ছাত্ররা প্রতিবাদ মিছিল বের করে। তবে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ ওই নির্দেশের ব্যাপারে নীরব ছিলেন।

বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতি গতকাল এক বিবৃতিতে রাজনৈতিক কারণে বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ করে দেয়ার নিন্দা করে বলেছে, যানবাহন চলাচল বন্ধ রেখে দেশের সাথে রাজধানীকে বিচ্ছিন্ন করে ছাত্রছাত্রীদের হল ত্যাগের নির্দেশদান 'নিষ্ঠুর ও অমানবিক' কাজ।

ঢাকার সব কলেজ বিশ্ববিদ্যালয় ১৪ই নভেম্বর পর্যন্ত বন্ধ

এক তথ্য বিবরণীতে বলা হয়: সরকার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে যে, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ

(শেষ পৃ: ৭-এর ক: দ্র:)

প্রত্যাখ্যান করেছে

(১ম পাতার পর)

থাকবে।

বিকেলে অনুষ্ঠিত সিণ্ডিকেট সভায় সরকারী সিদ্ধান্তকে 'অপ্রত্যাশিত' উল্লেখ করে ছাত্র-ছাত্রীদের হল ত্যাগের নির্দেশ প্রত্যাহার করতে সরকারের প্রতি অনুরোধ জানানো হয়। সন্ধ্যায় উপাচার্য জানান, এ ব্যাপারে সরকারের সাথে সমঝোতা হয়েছে। তিনি বলেন, আগামী ১৪ই নভেম্বর পর্যন্ত ক্লাস ও পরীক্ষা বন্ধ রাখার সরকারী নির্দেশের ব্যাপারে সিণ্ডিকেটে কোন আলোচনা হয়নি। এক প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, ক্লাস ও পরীক্ষা বন্ধ থাকবে।

উপাচার্য জানান, শনিবার বেলা ১২টার দিকে শিক্ষা মন্ত্রণালয় থেকে টেলিফোন করে তাকে সিণ্ডিকেট সভা থেকে বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ করে দিতে বলা হয়; কিন্তু তিনি তার বিরোধিতা করেন। সন্ধ্যা ৭টায় রাষ্ট্রপতি ও চ্যান্সেলর তাঁকে ডেকে নিয়ে গিয়ে জানান, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ করে দেয়ার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে। উপাচার্য ফিরে এসে একথা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ও কর্মকর্তাদের জানান। এক প্রশ্নের জবাবে উপাচার্য বলেন, বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধের সরকারী সিদ্ধান্ত তিনি মেনে নিতে পারেননি।

শনিবার রাত দশটার দিকে এই সরকারী সিদ্ধান্তের কথা ছড়িয়ে পড়ার পর বিভিন্ন হলে ছাত্রদের মধ্যে তীব্র প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। ঢাকা'র সাথে অন্যান্য অঞ্চলের যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন থাকা অবস্থায় হল ত্যাগের নির্দেশ পেয়ে ছাত্ররা ক্ষোভে ফেটে পড়ে। হলগুলো থেকে জঙ্গী মিছিল বের করে ছাত্ররা উপাচার্যের বাসভবনের সামনে সমবেত হয়ে বিক্ষোভ প্রদর্শন করে। কিছুসংখ্যক উত্তেজিত ছাত্র বাসভবনের নবনির্মিত গেটটির ক্ষতি সাধন করে। এ পর্যায়ে ছাত্র নেতৃবৃন্দ পরদিন সকালে বটতলায় ছাত্রসভা অনুষ্ঠানের কথা ঘোষণা করে ছাত্রদের নিজ নিজ হলে ফিরে যেতে আহ্বান জানান।

গতকাল সকালে উপাচার্যের উপস্থিতিতে তার বাসভবনে প্রাধ্যক্ষ, ডীন, প্রক্টর এবং ছাত্র নেতৃবৃন্দের এক সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সরকারী নির্দেশ প্রত্যাখ্যান করে বিশ্ববিদ্যালয়ে স্বাভাবিক অবস্থা বজায় রাখার পক্ষে সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। এরপর বাসভবনের সামনের মোড়ে অনুষ্ঠিত এক যৌথ সমাবেশে প্রক্টর আবদুল মান্নান চৌধুরী বলেন, গত ২৭শে সেপ্টেম্বর খোলার পর থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ে স্বাভাবিক অবস্থা বিরাজ করছে। এ অবস্থায় বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধের যে সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে তার সাথে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের কোন সম্পর্ক নেই এবং এই সিদ্ধান্ত মেনে নেয়া যায় না। ছাত্র-শিক্ষকদের বিপুল করতালির মধ্যে তিনি ঘোষণা করেন যে, বিশ্ববিদ্যালয় খোলা থাকবে। শিক্ষক সমিতির সভাপতি অধ্যাপক সাদ উদ্দিন এবং কয়েকজন ছাত্রনেতাও সমাবেশে বক্তব্য রাখেন।

সমাবেশশেষে সরকারবিরোধী শ্লোগান দিতে দিতে ছাত্রদের একটি বিক্ষোভ মিছিল শিশু একাডেমী, হাইকোর্ট হয়ে প্রেসক্লাবের